যুগান্তর

তারিখ 02 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

পাবনায় ছাত্রীদের এগিয়ে চলা

মোটরসাইকেল চালিয়ে কলেজে

আখতারুজ্জামান আখতার, *পাবনা থেকে*

হাওর অঞ্চলসহ দেশের কয়েক জেলায় বাইসাইকেল চালিয়ে মেয়েদের স্কুল বা কলেজে যাওয়ার দৃশ্য দেখা গেছে। কিন্তু পুরোদমে মোটরসাইকেল চালিয়ে অজপাড়াগাঁয়ের মেয়েদের কলেজে যাতায়াত? পাবনার বেড়া উপজেলার কাশীনাথপুর মহিলা ডিগ্রি কলেজের বেশ কয়েকজন ছাত্রী সেভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন লেখাপড়া। মোটরসাইকেল চালিয়ে দূরপথ পাড়ি দিয়ে প্রতিদিন ক্লাস করেন তারা। গ্রামের কিছু মানুষ এতে অল্পস্বল্প নেতিবাচক মন্তব্য করলেও অধিকাংশ মানুষ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এটিকে মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার উদাহরণ বলছেন।

যমুনা নদী তীরবর্তী বেড়ার ৭টি ইউনিয়নসহ পদ্মা নদী তীরবর্তী সুজানগরের ৫ কয়েকটি ইউনিয়নের মেয়েদের জন্য বাণিজ্য কেন্দ্র কাশিনাথপুরে মহিলা কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে। ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার দূর থেকে অনেক শিক্ষার্থী প্রতিদিন এ কলেজে আসা-যাওয়া করে। এতে সময় এবং অর্থ— দুটি বাধা অধিকাংশ মেয়ে শিক্ষার্থীকে পেরোতে হয়। এ বছরের প্রথম থেকে কয়েক ছাত্রী মোটরসাইকেল চালিয়ে কলেজে আসা-যাওয়া শুরু করে। এতে গ্রামের এবং কলেজ এলাকাসহ পথে অনেকেই টিপ্পনী কাটা শুরু করে। কিন্তু এসব মেয়ের অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানে ওইসব টিপ্পনী আর নেতিবাচক বাক্যবাণকারীরা। এ কলেজের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাফিয়া আক্তার মিম ও বেবী নাজনীন জানায়, তারা সমাজের কুসংস্কার মাড়িয়ে ১০-১৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে প্রতিদিন মোটরসাইকেল চালিয়ে কলেজে আসে। এখন আর কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। তাদের দেখাদেখি আরও অনেকেই এখন মোটরসাইকেল চালিয়ে কলেজে আসা-যাওয়া করে।

বেবী নাজনীন বলে, 'আমি প্রতিদিন ১০ কিলোমিটার দূর থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে কলেজে যাতায়াত করি। এতে করে অনেক সময় বেঁচে যায়। আগে যখন গাড়িতে যাতায়াত করতাম, তখন সময়মতো গাড়ি না পাওয়ার কারণে অনেক সময় ব্যয় হতো। পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটত। এখন সেই সমস্যা আর নেই।' মিম বলে, কলেজ থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে ভাটিকয়া গ্রামে আমার বাড়ি। কলেজে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটিও জায়গায় জায়গায় ভাঙা।